এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৪ / জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ / রেজি নং-২৪-৮৭

এলজিইডির পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ

গ্রামবাংলার রূপ পরিবর্তনের কারিগর এলজিইডি

-এ এফ হাসান আরিফ, উপদেষ্টা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, দেশের গ্রামবাংলার রূপ পরিবর্তনের প্রধান কারিগর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এলজিইডির প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ এফ হাসান আরিফ আরও বলেন, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক ও জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে তার একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্র সংস্কার। এই সংস্কার করতে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে।

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, বন্যাপরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এখন জরুরি। সাম্প্রতিক বন্যায় রাস্তাঘাটের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ইতোমধ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলো মেরামত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, দুর্যোগ সৃষ্টি হলে একটি গোষ্ঠী খুশি হয়। কারণ দুর্যোগ ঘটলে এসব গোষ্ঠীর জন্য হয়তো দুর্নীতির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। কিন্তু এসব অপপ্রয়াসকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কাজের গুণগতমানের সঙ্গে কোনো ধরনের আপোষ করা যাবে না।

দেশের রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যয় অত্যাধিক, এমন অভিযোগের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশের রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যয় অত্যধিক কিন্তু এর স্থায়িত্ব কম। এমন অভিযোগ প্রায়ই আসে। এলজিইডির দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডিকে সহায়ক ভূমিকা পালন করার পরামর্শ দিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এলজিইডি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে থাকে। এই গ্রামে চলমান কার্যক্রমে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে নিরাপদ কর্মপরিবেশ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, অতিরিক্ত সচিব ড. মহঃ শের আলী খান এবং অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ।

সম্পাদকীয়

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে

এলজিইডি গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বল্পপরিসরে পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৯৫ থেকে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগীগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে গড়ে তোলা হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন করছে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। পাবসসের সদস্যদের জীবনমানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রমের আওতায় নদী ও খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। কেবল তাই নয় জলবায়ুর বিরূপ প্রভার মোকবেলায় ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখছে। এর ফলে ভূ-উপরস্থিত পানির ব্যবহার বেড়েছে, যা কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনেও ভূমিকা রাখছে।

বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে আগাম বন্যা থেকে জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৫১.৬৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে ২০.৬৯ কিলোমিটার। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৯৭৮.৬৪ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন এবং ১১৭ একর পুকুর পুনর্খনন করেছে।

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,২১৪টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে এসব অবকাঠামো সংস্কার করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৩টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ (৩৩,০২২ হেক্টর), ২৯টি নতুন প্রকল্প উন্নয়ন এবং ১৯৭টি সংস্কার (রাজস্ব বাজেটে) সম্পন্ন করা হয়। এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলকেএসএসের সভাপতি মোঃ আলি আখতার হোসেন ও অতিথিবৃন্দ

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিমিটেড-এর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৩ জুলাই ২০২৪ এলজিইডি সদর দপ্তর কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলকেএসএস লিমিটেড-এর সভাপতি মোঃ আলি আখতার হোসেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতির ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ বেলাল হোসেন ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও ২১তম সভার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতির সভাপতি মোঃ আলি আখতার হোসেন বলেন, আগামীতে এ সমিতিকে গতিশীল করতে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে লাভজনক এবং জনকল্যাণমুখী করা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড শুরু থেকে এই সমিতির সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতির বুনিয়াদ আজ সুসংহত।

জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন সম্মাননা স্মারক দিচ্ছেন

পরিচালক অর্থ মোঃ আতাউর রহমান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। পরে তা সমিতির সদস্যগণের কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, মোঃ রেজাউল করিম, মোঃ মতিয়ার রহমান ও সেখ মোহাম্মদ মহসিন। এসময় অনুষ্ঠানে এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা

১৩ জুলাই ২০২৪ এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ (এলকেএসএস)-এর সদস্যভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি সন্তান যারা ২০২৩ সালের এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এলকেএসএস-এর সভাপতি ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, তোমাদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। তোমাদের মেধা ও শ্রম দেশের কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দেশকে সমৃদ্ধ করবে। এ অনুষ্ঠানে এলজিইডির কর্মকর্তা ও সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মা-বাবা উপস্থিত ছিলেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লোন রিভিউ মিশনের কিক-অফ সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন

গত ১৫ থেকে ২১ জুলাই ২০২৪ নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি)-এর লোন রিভিউ মিশন সম্পন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর অতিরিক্তি প্রধান প্রকৌশলী গোলাপ কৃষ্ণ দেবনাথের সভাপতিত্বে ১৫ জুলাই ২০২৪ কিক-অফ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবি ম্যানিলাস্থ হেডকোয়ার্টার্সের সিনিয়র আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মিস্টার জো টু। কিক-অফ সভায় প্রকল্পের সার্বিকচিত্র উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়সমূহের মধ্যে ডিসবার্জমেন্ট লিঙ্ক ইন্ডিকেটর, পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান, জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনায় এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

মিশন প্রতিনিধি দল ১৬ জুলাই ২০২৪ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন এবং শহর সমন্বয় কমিটির সভায় অংশ নেন। মধুপুর পৌরসভার মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পৌরসভার কার্যক্রম, পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা, রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং ওয়েববেইজড রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শহর সমন্বয় কমিটির সভা শেষে মিশন নিম্ন আয় এলাকায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর মিশন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন ও উঠান বৈঠকে অংশ নেয়। মিশন প্রকল্প কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্টাফ ওরিয়েনটেশনে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ ছোহরাব আলী

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

গত ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এনআইএলজি অডিটোরিয়ামে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে কর্মরত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটদের (সিডিএ) জন্য ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির অনুপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ ছোহরাব আলী বলেন, প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে দক্ষতার প্রয়োজন। এ প্রকল্প ডিসবার্জমেন্ট লিঙ্ক ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) ও রেজাল্ট বেইজড ল্যান্ডিং (আরবিএল) অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

তিনি রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ওয়েবভিত্তিক করা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভাসমূহকে সক্ষম করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা-০৭

নবাগত সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

এলজিইডিতে নবাগত সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সদর দপ্তরে ১১ জন নবাগত সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তরুণ প্রকৌশীরা আগামীতে বাংলাদেশের হাল ধরবে। ওরিয়েন্টেশন সভায় আরো বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোজাক্কা জাহের, কে. এম. জুলফিকার আলী, মোঃ এনামুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সেলিম মিয়া, মমিন মজিবুল হক সমাজী, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান। এসময় এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) মোঃ বেলাল হোসেন, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সেলিম মিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ওরিয়েন্টেশনে ৪৩তম বিসিএস থেকে ১১ জন নতুন সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডিতে যোগদান করেন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির ১৭ হাজার ৩৫৫ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশব্যাপী দেড় লক্ষ কিলোমিটারের অধিক পাকা সড়ক নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও টাইপ-বি), ইউনিয়ন সড়ক ও উপজেলা সড়ক। এ সড়ক নেটওয়ার্ক সারাবছর চলাচলের উপযোগী রাখতে এলজিইডি বদ্ধপরিকর। নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডি এ সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখতে কাজ করছে। রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় কেবল সড়ক নয়, রয়েছে ব্রিজ ও কালভার্ট। এলজিইডি পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৭ হাজার ৩৫৫ কিলোমিটার সড়ক, ৫ হাজার ১৯৫ মিটার সেতু ও ১ হাজার ৮৯০ মিটার কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। চলমান অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে জনগণ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে। এতে পরিবহন ব্যয় ও সময় দুটোই কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর ১৬ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দেশবরেণ্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বহুমাত্রিক প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ মহান প্রকৌশলী বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি অভূতপূর্ব দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং এর সফল বাস্তবায়ন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। দেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে যে অবদান তিনি রেখেছেন দেশ-বিদেশে সকলের কাছে তা স্মরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন দক্ষ ব্যবস্থাপক ও উদ্ভাবনী চিন্তায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সভাপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৩-২০০৪ মেয়াদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক দক্ষিণ এশিয়ার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের ইতিহাসে এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাদ জোহর এলজিইডি সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে কোরআনখানী ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল।

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় মাহমুদপুর বাজারে নির্মিত মার্কেট

গাজীপুরে কাপাসিয়া উপজেলার আমরাইদ বাজারে নির্মিত মার্কেট

এলজিইডির আধুনিক মার্কেট নির্মাণ, সুবিধা বাড়ছে গ্রামীণ জীবনে

গ্রামীণ হাটবাজার আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। গ্রামে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করতে গ্রামীণ হাট-বাজার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশের গ্রামীণ হাট-বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা বৃদ্ধি, গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ তৈরি, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রকল্পটি বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত দেশের ৬৪ জেলায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০৭টি গ্রামীণ বাজারে চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা আধুনিক মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হবে। এক ছাদের নীচে মার্কেটের সকল সুবিধাদি রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭০টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ১৫০টি মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। নির্মাণ ও উদ্বোধন শেষে ইতোমধ্যে চালু মার্কেটসমূহে কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা পেতে শুরু করেছেন। ভোক্তারাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এক ছাদের নীচে সহজে কিনতে পারছেন। মার্কেটে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি ও নানান ব্যবসা সম্প্রসারিত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। অনেক দরকারি পণ্য কেনার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করে শহরে যেতে হতো। তেমন অনেক পণ্যই এখন গ্রামীণ আধুনিক মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে।

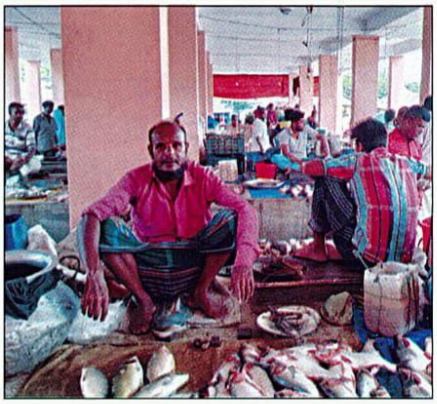

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় নির্মিত ভিতরবন্দ বাজার

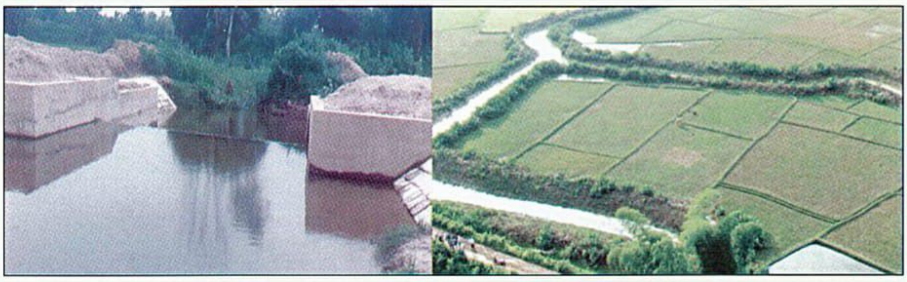

খাল পুনর্খননে বদলে গেছে রাঙ্গামাটির যুবলক্ষী রাজনগর উপ-প্রকল্প এলাকা

রাঙ্গামাটিতে খাল পুনর্খননে কৃষকের মুখে হাসি

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার গুলশাখালী ইউনিয়ন কাপ্তাই হ্রদবেষ্টিত পাহাড়ি জনপদ। তবুও এখানে সংকট ছিল নিরাপদ সুপেয় পানির। তাছাড়া কৃষিজমিতে সেচ সংকট ছিল প্রবল। শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির তীব্র সমস্যা এবং কৃষিজমিতে সেচের অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্ভোগ। বেশিরভাগ জমি থাকতো অনাবাদি। এমন দুর্ভোগ এখন অতীতের গল্প। এলজিইডি এই এলাকায় পানির সংকট দূর করে কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সারা বছর সুপেয় পানি ও সেচ সুবিধাপ্রাপ্তি সহজ হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যুবলক্ষী রাজনগর উপ-প্রকল্পের অধীনে ৬ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন ও ২টি উইয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে খালে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝর্নার পানি সবসময়ই সংরক্ষিত থাকে এবং কমখরচে আমন, বোরো, রবিশস্য ও শাকসবজি আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে।

উপ-প্রকল্প এলাকাটি গুলশাখালী ইউনিয়নের যুবলক্ষী, রাজনগর, রহমতপুর, শান্তিপুর ও মোহাম্মদপুর এই পাঁচ গ্রাম নিয়ে। এখানে মোট ৪০০ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৩১০ হেক্টর কৃষি জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এর আগে খালের মধ্যে ছোট ছোট মাটির বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ১৯০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হতো। এ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আরও ১২০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে। উন্নত সেচের নিশ্চয়তা, সেচ ব্যয় হ্রাস ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অনাবাদী জমিতে নানান ফসলের চাষ বাড়ছে। এক ফসলি জমি দুই থেকে তিন ফসলি জমিতে উন্নিত হয়েছে। পাশাপাশি মাছ চাষেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচ গ্রামের ৭৯৭টি পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠন করা হয়েছে যুবলক্ষী রাজনগর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড। যার সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৭৪ জন ও নারী ৫৬ জন। সদস্যদের আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ২০২৪ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

অবসরে গেলেন এলজিইডির পাঁচ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও দুই তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ কামরুল আহ্সান ১ জুলাই ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ কামরুল আহ্সান ১৯৬৫ সালের ১ জুলাই পাবনা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ গোলাম কবির ১ আগস্ট ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৯০ সালের ১৮ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ গোলাম কবির ১৯৬৫ সালের ১ আগস্ট ঢাকা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সহিদুল ইসলাম ১ আগস্ট ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ সহিদুল ইসলাম ১৯৬৫ সালের ১ আগস্ট নীলফামারী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৯০ সালের ১৮ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ৪ জুলাই ২০২৪ অবসরোত্তর

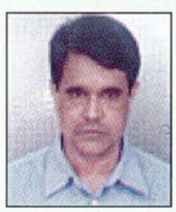

ছুটিতে যান। মোঃ আনোয়ার হোসেন ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ১৯৬৫ সালের ৪ জুলাই যশোর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ওয়ালিদ

মাহমুদ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী ওয়ালিদ মাহমুদ ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর চাঁদপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন

০৪ পৃষ্ঠার পর

প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক বলেন, পৌরসভাসমূহকে যথাযথভাবে সহায়তা করতে সিডিএদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সিডিএদের কর্মস্থলে উপস্থিত এবং পৌরসভার কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সরকার প্রত্যেক পৌরসভায় প্রশাসক ও সদস্য নিয়োগ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে পৌরসভার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক খন্দকার আসাদুজ্জামান মানসম্মত উপায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিডি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটিং সার্ভিসেস-এর টিম লিডার আজহার আলী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এবং ইউজিঅ্যাপের আওতাভুক্ত এরিয়াগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত দক্ষতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রকল্পভুক্ত ৮৮টি পৌরসভার মধ্যে ৪৪টি পৌরসভা থেকে মোট ৫৭ জন সিডিএ এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে প্রকল্পের সার্বিকচিত্র, আরবান গর্ভনেন্স ইমপ্রুভমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, সিডিএদের দায়িত্ব-কর্তব্য, মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ. ত্রৈমাসিক, মাসিক ও অন্যান্য রিপোর্টিং ফরমেট. টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি, স্থায়ী কমিটির সভা আয়োজন, উঠান বৈঠক, দিবস উদ্‌যাপন, দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র ও জেন্ডার সমতা কর্মকৌশল বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক বিষয়ে একাধিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দুয়া উপজেলার আলমপুর খাল

খাল পুনর্খননে বদলে যাচ্ছে জনগোষ্ঠীর জীবনমান

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন এলজিইডির একটি অন্যতম কার্যক্রম। ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতে এলজিইডির সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা-আইডব্লিউআরএম ইউনিট বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দেশের বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক জনপদে খাল পুনর্খনন করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নেত্রকোনা: এলজিইডির 'সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতায় নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার আলমপুরে ১ দশমিক ১৪ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি পেয়ে খালের দুই পাড়ের মানুষ সহজে কৃষি ও মাছ চাষ করতে পারছেন। এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ফসলের উৎপাদন, খালে মাছ চাষ ও হাঁস পালন বেড়েছে। স্থানীয় বেকার তরুণ ও কর্মহীন প্রান্তিক মানুষেরা কৃষি ও পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাঁরা আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

সিলেট : বিয়ানীবাজার উপজেলায় 'সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় বালিঙ্গা খালটি পুনর্খনন করা হয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ৫,১৯৮ দশমিক ৪৬ মিটার। পুনর্খননের পূর্বে অতি বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও বন্যার পানিতে নানান ফসল ডুবে যেত। জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হতো। অপরদিকে গ্রীষ্মে খালে পানি না থাকায় সেচ সমস্যা ছিল প্রকট। খালটি পুনর্খনন করায় বন্যা ও খরার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে কৃষক। এখন প্রায় আড়াই হাজার একর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হচ্ছে। ফলে দুবাগ ও মুড়িয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা কৃষি কাজ করে সংসারে স্বচ্ছলতা পাচ্ছেন। ২০ জুন ২০২৪ খালটির পুনর্খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খালটি পুনর্খননের পাশাপাশি স্থানীয় বেকারদের উপার্জনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকে কৃষিকাজ, গবাদি পশুপালন ও মাছ চাষে সম্পৃক্ত হয়েছে।

কুমিল্লা: চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নাঙ্গুলিয়া খালের বাসন্ডা-নোয়াগাঁও শ্যামপুর সেতু মোহনা হতে শুরু হয়ে লক্ষ্মীপুর সেতু পর্যন্ত ৬ দশমিক ৩ কিলোমিটার খালটি পুনর্খনন করছে এলজিইডি। খালটি পুনর্খননের ফলে প্রায় ৩৩৭ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষায় অধিক বৃষ্টিপাত ও বন্যাতেও চাষিদের ফসল রক্ষা পাচ্ছে। এখন জেলেরা খাল থেকে মাছ আহরণ করছে, খালের পাড়ে শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই গরু মোটাতাজাকরণ, মাছ চাষ ও শাকসবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ দিঘি: এলজিইডির 'পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়' সারা দেশে পুকুর ও খালের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ দিঘি পুনর্খনন, পাকা ঘাটলা নির্মাণ ও সর্বসাধারণের হাঁটার জন্য পাকা ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়। ফলে জনগণ নানান কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করছে, পুকুরের পাড়ে ওয়াকওয়েতে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করছেন। দিঘিটি এখন বেড়ানোর একটি স্পট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দিঘির পাড়ে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ বেড়াতে আসে। এছাড়াও দিঘিতে মাছ চাষ করে মাছের চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

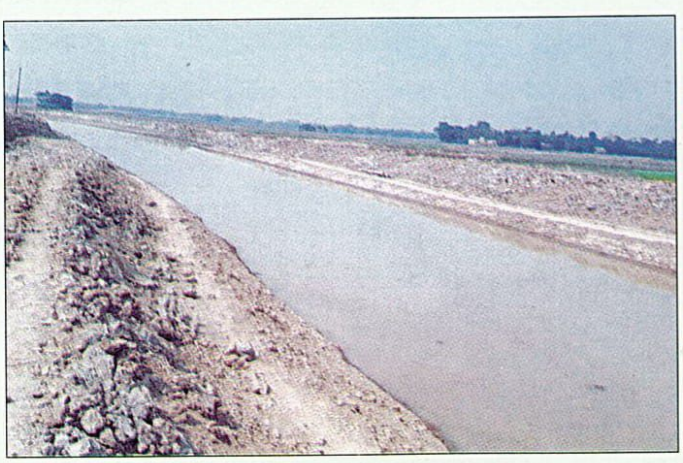

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় বালিঙ্গা খাল

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় পুনর্খননকৃত নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ দিঘি

এলজিইডি ক্রিলিকের সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলি আখতার হোসেন

এলজিইডি ক্রিলিকের সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

১০ জুলাই এলজিইডি প্রতিষ্ঠিত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর দিনব্যাপী সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিসিসি)-এর চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ক্রিলিক নিয়ে আমাদের সবার একটি বড় স্বপ্ন আছে। ক্রিলিক এলজিইডির একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান ভান্ডারে পরিণত হবে। ক্রিলিককে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে জনপ্রিয় করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা এলজিইডি করবে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার এর আর্থিক সহায়তাপুষ্ট ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্পের আওতায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে, যা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প প্রণয়ন, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে। সভায় ক্রিলিকের নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস), অ্যানুয়াল অ্যাডাপ্টেশন অ্যাওয়ার্ড, অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং সাইক্লোন শেল্টার/ব্রিজ ডিজাইন সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সভায় যোগদানকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে ক্রিলিককে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগিতা অব্যহত রাখতে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) মোঃ জসিম উদ্দিন, ক্রিম প্রকল্প পরিচালক মোঃ নাজমুল হাসান চৌধুরী, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল খালেক, আইডিসি-ক্রিলিকের টিম লিডার ডান বুম। এছাড়া বিভিন্ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, ও বিভিন্ন পর্যায়ের পরার্শকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ক্রিলিকসহ চারটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ

এলজিইডিতে ক্রিলিকসহ চারটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

রবিবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনের সেমিনার কক্ষে জলবায়ুসহিষ্ণু স্থানীয় অবকাঠামো কেন্দ্র (ক্রিলিক)সহ চারটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ। পাঁচদিনব্যাপী টিওটি কোর্স অন টোটাল স্টেশন, চারদিনের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পাঁচদিনের কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ, পাঁচদিনের র‍্যাপিড ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট এবং তিনদিনের কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং ইনক্লুডিং ই-সিএমএস ট্রেনিং শিরোনামে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, সরকারের সময় ও অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমাদের সবার ভূমিকা অপরিসীম। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে আমাদের দেশের গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল ভবন ও স্থাপনার ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া তিনি নারীদের কর্মপরিবেশ ও সুরক্ষায় সবাইকে অবদান রাখতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ মিয়া মানবসম্পদ উন্নয়ন মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ ইউনিট, মোঃ আনোয়ার হোসেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক প্রোগ্রাম ফর সার্পোটিং রুরাল ব্রিজ, মোঃ আব্দুল হাকিম অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ডাইরেক্টর ক্রিলিক, মোঃ সেলিম মিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মানবসম্পদ পরিবেশ ও জেন্ডার শাখা, নজরুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকিউরমেন্ট, মোঃ বেলাল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রশাসন, মোল্লা মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রোগ্রাম ফর সার্পোটিং রুরাল ব্রিজ, মোঃ গোলাম আজম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আবদুল খালেক প্রকল্প পরিচালক ক্রিম-ক্রিলিক, ডক্টর ডান বুম টিম লিডার আইডিসি ক্রিলিক। এছাড়া এসময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এলজিইডি প্রশিক্ষণ ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ক্রিলিকের পাঁচদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিক ডাইরেক্টর মোঃ আব্দুল হাকিম

ক্রিলিক আয়োজিত ম্যানেজমেন্ট অব কম্প্রিহেনসিভ ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

১৪ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনের প্রশিক্ষণ কক্ষে জলবায়ুসহিষ্ণু স্থানীয় অবকাঠামো কেন্দ্র (ক্রিলিক) আয়োজিত ম্যানেজমেন্ট অব কম্প্রিহেনসিভ ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক পাঁচদিনের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিক ডাইরেক্টর মোঃ আব্দুল হাকিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্রিম্প-ক্রিলিকের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, আইডিসি-ক্রিলিকের টিম লিডার ডক্টর ডান বুম ও প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ মোঃ বান্দা হাফিজ। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রিলিকের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এন্টোনিও এরিনাস। প্রশিক্ষণে এলজিইডির ২৮ জন বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করে।

এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি প্রতি বছরের মতো বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করেছে যার ভিত্তিতে সারা বছর (২০২৪-২৫) রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করা হবে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চলতি অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত মোট ২১৬ জন এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী ৮৭৮ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয় এবং গাজীপুর সিএসটিসিতে ৮০ জন নির্মাণ শ্রমিক সড়ক নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অনুরূপভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০৭টি ব্যাচে মোট ৬,২৩৩ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ফলে অর্জিত প্রশিক্ষণ-দিবসের পরিমাণ ১৪,৫৫৮।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ হলো রেট সিডিউল ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, টোটাল স্টেশন-এর উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, আর্থিক ও অডিট ব্যবস্থাপনা, সেতু নির্মাণ কাজের উপর নির্মাণ কৌশল ও মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এসব কোর্সে উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার ও হিসাব সহকারীগণ অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েনটেশন কোর্সের মাধ্যমে এলজিইডি এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে যাতে মাঠপর্যায়ে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে নির্মাণ কাজ তদারক করতে পারেন। মাঠপর্যায়ে টোটাল স্টেশন ব্যবহার সার্ভে করার লক্ষ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন গড়তে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারদের

টোটাল স্টেশনের ওপর প্রশিক্ষ-প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করা হয়।

অনুরূপভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ হলো প্রিস্ট্রেস কংক্রিট (ব্রিজ নির্মাণ, সুপারভিশন, ব্যবস্থাপনা), কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১ (সয়েল এবং এগ্রিগেট টেস্ট), কোয়ালিটি কন্ট্রোল-২ (সিমেন্ট, কংক্রিট এবং বিটুমিন টেস্ট), কোয়ালিটি কন্ট্রোল (পিএসসি ও আর্চ ব্রিজ, এমএসসি ওয়াল), সড়ক নির্মাণ বিষয়ক ট্রেড কোর্স ইত্যাদি। এলজিইডি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কোর্সে মোট ১৪,৫৫৮ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়। প্রভাতী প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডির অবকাঠামো নির্মাণে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি স্থাপিত নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সড়ক নির্মাণ বিষয়ক ট্রেডের ওপর ৩ সপ্তাহব্যাপী ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয় যাতে ৮০ জন শ্রমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে এসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত হলে কাজের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

মিশনের প্রিব্যাপ-আপ সভায় সভাপতিত্ব করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

প্রভাতী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে ইফাদ মিশন

অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)-প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-এর মিশন গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ গাইবান্ধা, রংপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রভাতী প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। দশ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন মিস্টার কিস ব্লক। বাংলাদেশে ইফাদের নবনিযুক্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো মিশনের সঙ্গে ছিলেন।

মিশন শুরুতে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার গালস্ কৌশলের সহযোগী "সাথী পরিবার"-এর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর মিশন কুড়িগ্রাম জেলা সদরে প্রকল্প সহযোগী এনজিও ইএসডিও পরিচালিত যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে। এসময় মিশন সংস্থা প্রাঙ্গনে এলসিএস আয়োজিত মেলাও ঘুরে দেখে। মিশন ভূরুঙ্গামারীতে নির্মাণাধীন বাজার 'থানাঘাট হাট' পরিদর্শন করে।

পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিন মিশন গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলায় পরিবারভিত্তিক গালস্ (জেন্ডার অ্যাকশন লার্নিং সিস্টেম) কার্যক্রমের প্রত্যাশাচর্চা ও আইজিএ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি দেখেন এবং এলসিএস পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে মিশন সাদুল্লাপুরের কান্তানগর বাজারের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করে। এরপর মিশন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'বশীরনগর প্রাইমারি স্কুল-কাম-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র'-এর উন্নয়মূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মিশন আশ্রয়কেন্দ্র সংলগ্ন প্রকল্পের ব্যবহারিক নীতি কার্যক্রমের আওতায় প্রকৃতিনির্ভর (ন্যাচার বেইজড) ট্রিটেড বাঁশ (রিইনফোর্সড আর্থ) প্রাচীর হিসাবে ব্যবহার করে সড়কের ঢাল সুরক্ষায় গবেষণা কার্যক্রমও ঘুরে দেখেন। এছাড়া মিশন গাইবান্ধা সদরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (ডিডিএম) সহায়তা সংস্থা রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (রাইমস) প্রকল্পের ১৯টি উপজেলায় চলমান ল্যান্ড গেজ স্থাপনের কাজও পরিদর্শন করেন। মিশন রংপুর জেলার কাউনিয়ায় ইএসডিও-এর কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং পল্লীমারী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ করে।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রিব্যাপ-আপ সভায় মিলিত হন। মিশন মন্তব্য করেন যে, প্রকল্প হিসেবে এটি তার কৌশল, শিক্ষা এবং উ দ্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মোঃ মাহমুদুল হাসান (এনডিসি)-এর সভাপতিত্বে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ মিশনের র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মিশন প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং একটি কার্যকর 'এক্সিট স্ট্রাটেজি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

মিশনের গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার কান্তা নগর বাজার পরিদর্শন

"গ্রামীণ সড়ক এবং সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি"র তথ্য সংগ্রহ তথা প্রক্রিয়াকরণের (আরইউবিএমআইএস)ওপর বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন

রুরাল ব্রিজেসস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রুবিমস)

রুরাল ব্রিজেসস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রুবিমস) এলজিইডির তৈরি একটি বিশেষ সফটওয়্যার। এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তালিকা প্রণয়নসহ গ্রামীণ সেতু রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তথা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা যায়। প্রাথমিকভাবে আরটিআইপি-২-এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "গ্রামীণ সড়ক এবং সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি"র তথ্য সংগ্রহ তথা প্রক্রিয়াকরণের জন্য রুবিমস তৈরি করা হয়।

সেতু পরিদর্শন ব্রিজ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি বেসিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবহন নেটওয়ার্ক এর নিরাপদ পরিবহন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। সাইটে পরিদর্শনকৃত গ্রামীণ সেতুর ডেটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার পাশাপাশি, সিস্টেমটি প্রতিটি সেতুর জন্য প্রয়োজন হবে এমন রক্ষণাবেক্ষণের ধরন (উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র/বড় মেরামত ও প্রতিস্থাপন ইত্যাদি) সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য গ্রামীণ সেতুসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করে। সেতু পরিদর্শনের ডেটা সংগ্রহ কার্যক্রম সহজ করার জন্য রুবিমস-এর ওয়েবভিত্তিক ইন্টারফেসসহ স্মার্টফোন কাম ট্যাবলেটভিত্তিক ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রোগ্রাম ফর সার্পোটিং ফর রুরাল ব্রিজেসস (সুপারবি) এর আওতয় রুবিমস তৈরি করা হয়। "ব্রিজ ইন্সেপেকশন অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন-এ প্রস্তাবিত ইন্টারফেস এবং এলগেরিদমসমূহের সাথে রুবিমস-এর ইন্টারফেসসমূহের সামঞ্জস্যতা সাপেক্ষে তা চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য ফাইনটিউনিং-এর কাজ চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে প্রোগ্রাম ফর সার্পোটিং ফর রুরাল ব্রিজেসস (সুপারবি) প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে ৫০টি সেতুতে রুবিমস-এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার এবং নমুনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়ন শেষে এর ফলাফল সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পরীক্ষামূলক ডেটা প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। আরও আট জেলায় পাইলট পর্যবেক্ষণের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে।

সফটওয়্যারটি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলে ব্যবহারকারীগণ এর মাধ্যমে সেতু পরিদর্শনের ডেটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিকল্পনাধীন গ্রামীণ সেতুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ধরনসহ একটি অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত করতে সক্ষম হবে যা নতুনমাত্রা যোগ করবে।

২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
আপনাদের মহান আত্মত্যাগ
নতুন বাংলাদেশ
বিনির্মাণের ভীত রচনা করেছে

উপদেষ্টা: গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** কে. এম. জুলফিকার আলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd